পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪

(সংশোধিত-২০১৫)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ**

(1) এই নীতিমালা পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪'' নামে অভিহিত হইবে।
(2) এই নীতিমালা, ২০০৪ সালে প্রবর্তিত ''পেনশনার সঞ্চয়পত্র'' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(3) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালা-

(ক) ''ইস্যু অফিস'' বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো ও উহাদের যে- কোন শাখা অফিসকে বুঝাইবে।
(খ) ''ফরম'' বলিতে এই নীতিমালার সহিত সংযোজিত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম বুঝাইবে।
(গ) ''তিন মাস'' বলিতে ইংরেজী ক্যালেন্ডারের হিসাবে তিন মাস বুঝাইবে।
(ঘ) ''সঞ্চয়পত্র'' বলিতে ''পেনশনার সঞ্চয়পত্র'' বুঝাইবে।
(ঙ) ''সনদপত্র'' বলিতে বিনিয়োগকারী নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্যত তহবিল গ্রহণের সনদপত্র বুঝাইবে।
(চ) ''পেনশনার বলিতে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের এলপিআর ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবী, সুপ্রীম কোর্টের এলপিআর ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনীর এলপিআর ভোগরত/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং মৃত চাকুরিজীবীর পারিবারিক পেনশন সুবিধা ভোগী স্বামী/স্ত্রী/সমত্মান-কে বুঝাইবে''।

৩। **সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের যোগ্যতাঃ**

(1) যে-কোন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি একক নামে।
(2) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে।
(3) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে।
(4) ''পারিবারিক পেনশনের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন সুবিধাভোগী স্বামী/স্ত্রী/সমত্মান এই সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে পারিবেন ''।
(5) ''সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য এলপিআর ভোগরত অবস্থায় প্রাপ্ত ভবিষ্য তহবিলের অর্থ দ্বারা এই সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে পারিবেন ''।

----

১. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে

অনুচ্ছেদ ২ এর উপানুচ্ছেদ (চ) সংশোধন করা হয়েছে।

২. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে

অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৪) সংশোধন করা হয়েছে।

3. অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ **৫** সংযোজনপূর্বক সংশোধন করা হয়েছে।

৪। **মেয়াদঃ** সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। মেয়াদ শেষে আসল পুনঃবিনিয়োগযোগ্য। প্রতি ৩ মাস অমত্মর কুপনের মাধ্যমে মুনাফা উত্তোলন করা যাইবে।

৫। **মূল্যমানঃ** সঞ্চয়পত্রের মূল্যমান হইবে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ১ (এক) লক্ষ টাকা, ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।

৬। **ক্রয়সীমাঃ** অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত আনুতোষিক এবং ভবিষ্য তহবিলের অর্থ মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ।

৭। **ক্রয়পদ্ধতি ও নিবন্ধনঃ**

(1) নির্ধারিত ফরম পূরণ করিয়া ইস্যু অফিসে নগদ অর্থ বা চেকের মাধ্যমে এই সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাইবে। চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিলে চেকে উলেস্নখিত অর্থ সংগ্রহের (Collection) তারিখে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হইবে।

(2) ইস্যু অফিস বিনিয়োগকারী নাম, ঠিকানা ও তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের বিবরণাদি এতদুদ্দেশ্যে বর্ণিত একটি রেজিষ্টারে নিবন্ধন করিবেন।

(3) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা ইতোপূর্বে আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে যে-কোন সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া থাকিলে উক্ত সঞ্চয়পত্র মেয়াদামেত্ম অথবা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নকৃত অর্থ পেনশনার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

(4) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি ইতোপূর্বে আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে অন্য কোন ইস্যু অফিস হইতে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন নাই বা ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন নাই। অসত্য ঘোষণাপত্র প্রদানের কারণে সমুদয় সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

নোটঃ -

(ক) যে সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পেনশনার বহিসহ প্রাপ্ত আনুতোষিকের মঞ্জুরীপত্র ও প্রাপ্ত ভবিষ্য তহবিলের মঞ্জুরীপত্রের সত্যায়িত কপি পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরমের সাথে দাখিল করিবেন তাহাদের ফরম পিএসসি-২ এর মাধ্যমে সনদপত্র দাখিল করার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

(খ) যে সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ পেনশন বই প্রাপ্ত আনুতোষিকের মঞ্জুরীপত্র প্রাপ্ত ভবিষ্য তহবিলের মঞ্জুরীপত্র দাখিল করিতে অসমর্থ হইবেন সে সকল অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় কালে ক্রয় ফরমের সাথে নির্ধারিত ফরম পিএসসি-২ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পূরণ করিয়া ইস্যু অফিসে দাখিল পূর্বক পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে হইবে।''

১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/০৭/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস- ০২/২০০৪/১৫৪ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৬ সংশোধন করা হয়েছে।

০২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০১/১২/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/২৭৯ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ - ৬ সংশোধন করা হয়েছে।

৩। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪/১০/২০০৯খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস- ০২/২০০৪/২৩৪ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ- ৬ সংশোধন করা হয়েছে।

৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১০/০৮/২০০৪খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৪/১৪২ এর মাধ্যমে

অনুচ্ছেদ - ৭ এ **নোট- ''ক ও খ''** সংযোজন করা হয়েছে।

(৫) সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরমে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অমত্মর্ভূক্তি এবং কর্তৃপক্ষকে উহা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। ক্রেতা জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করিতে অপারগ হইলে সেই ক্ষেত্রে পাসপোর্টে অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের নম্বর অমত্মর্ভূক্তি এবং কর্তৃপক্ষকে উহা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক হইবে।

৮। **নমিনি মনোয়নঃ**

(1) বিনিয়োগকারী যে-কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন। বিনিয়োগকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে এরূপ মনোনয়ন কার্যকর হইবে।

(2) বিনিয়োগকৃত অর্থের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষের জন্য নমিনি মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে।

(3) বিনিয়োগের সময় নমিনি মনোনয়ন প্রদান না করিলে পরবর্তী সময়েও বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করিলে নমিনি মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(4) বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় নমিনি পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(5) বিনিয়োগকারীর পূর্বে মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে সংশিস্নষ্ট মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(6) যথাযথ নমিনি মনোনয়ন ব্যতিরেকে বিনিয়োগকারী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণ তাহার প্রতি প্রযোজ্য পার্সোনাল ''ল'' অনুযায়ী মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(7) বিনিয়োগকারী মৃত্যুর পর নমিনি বা উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করিলে বিনিয়োগকারীর মৃত্যুর তারিখ পর্যমত্ম প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ পর্যমত্ম নির্ধারিত হারে তিন মাস অমত্মর মুনাফা উত্তোলন করিতে পারিবেন।

৯। **নগদায়ন পদ্ধতিঃ**

(1) বিনিয়োগকারী সঞ্চয়পত্রের এবং নির্ধারিত ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে অর্থ প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক দস্তখত দিয়া বিনিয়োগের ৩ (তিন) মাস পর হইতে কুপনের মাধ্যমে তিন মাস অমত্মর মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও ইচ্ছা করিলে বিনিয়োগকারী প্রাপ্য নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা প্রাপ্য হইবেন না।

(2) বিনিয়োগকারীর অসামর্থ্যের কারণে বিনিয়োগকারী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি শুধু মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যক্তির দস্তখত বিনিয়োগকারী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(3) যে ইস্যু অফিস হইতে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা হয়, সেই ইস্যু অফিস হইতে অন্য ইস্যু অফিসে (একই প্রতিষ্ঠানের) নিবন্ধন স্থানামত্মরিত করিয়াও সঞ্চয়পত্রের অর্থ গ্রহণ করা যাইবে।

১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২৯/০৬/২০১০খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/১৬১ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) সংযোজন করা হয়েছে।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২১/১০/২০১০খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০২/২০০৯/২৫৬ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৭ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) সংশোধন করা হয়েছে।

১০। মুনাফার হারঃ মেয়াদান্তে ১১.৭৬ %

“(১) মুনাফার হারঃ ১১.৭৬% মেয়াদান্তে। পেনশনার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার নিম্নোক্ত ছক-১ অনুযায়ী প্রদেয় হইবেঃ

ছক-১: পেনশনার সঞ্চয়পত্রের বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার

নগদায়ন কাল	মুনাফার হার
১	২
১ম বছরান্তে	৯.৭০%
২য় বছরান্তে	১০.১৫%
৩য় বছরান্তে	১০.৬৫%
৪র্থ বছরান্তে	১১.২০%
৫ম বছরান্তে	১১.৭৬%

টীকা: (১) পূর্ণমেয়াদের জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকায় প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর মুনাফার কিস্তি সর্বোচ্চ ১১.৭৬% হারে টাকা ২,৯৪০.০০ (দুই হাজার নয়শত চল্লিশ) মাত্র প্রদেয় হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন/লেভী কর্তন হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বিনিয়োগকৃত টাকা উত্তোলন করা হইবে, সেক্ষেত্রে উপরের ছক-১ (পেনশনার সঞ্চয়পত্রে বছরভিত্তিক প্রদেয় মুনাফার হার)-এ প্রদর্শিত বছরভিত্তিক হারে মুনাফা প্রদেয় হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে উহা মূল টাকা হইতে কর্তন করিয়া সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট মূল টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন মূল্যমানের পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরুপ হইবে-

ছক-১ (ক): বিভিন্ন মূল্যমানের পেনশনার সঞ্চয়পত্রের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণঃ

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকায়)	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় মুনাফার পরিমাণ (টাকায়)
১	২
(ক) ৫০,০০০.০০	১,৪৭০.০০
(খ) ১,০০,০০০.০০	২,৯৪০.০০
(গ) ২,০০,০০০.০০	৫,৮৮০.০০
(ঘ) ৫,০০,০০০.০০	১৪,৭০০.০০
(ঙ) ১০,০০,০০০.০০	২৯,৪০০.০০

টীকা: (১) পেনশনার সঞ্চয়পত্রে ত্রৈমাসিক মুনাফা উত্তোলনের পর ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে।

(৩) পেনশনার সঞ্চয়পত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে। ১ (এক) লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে নিম্নোক্ত ছক-১ (খ) মোতাবেক অর্থ ফেরত পাওয়া যাইবে-

ছক-১ (খ): মেয়াদপূর্তির পূর্বে নগদায়নের ক্ষেত্রে ১ (এক) লক্ষ টাকায় ফেরতযোগ্য টাকার পরিমাণ

সময়সীমা	৩-মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করিয়া বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকা
১	২
১ম বৎসর চলাকালীন	১,০০,০০০ - গৃহীত মুনাফা
২য় বৎসর চলাকালীন	১,০৯,৭০০- গৃহীত মুনাফা
৩য় বৎসর চলাকালীন	১,২০,৩০০- গৃহীত মুনাফা
৪র্থ বৎসর চলাকালীন	১,৩১,৯৫০ - গৃহীত মুনাফা
৫ম বৎসর চলাকালীন	১, ৪৪,৮০০ - গৃহীত মুনাফা

(4) প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা দেওয়া হইবে না। এই ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক মুনাফা উত্তোলন করা হইয়া থাকিলে তাহা মূল টাকা হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(5) ১ম, ২য়, ৩য় কিংবা ৪র্থ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে নীতি ১০(৩) এর ছক অনুযায়ী গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে। পূর্ণ বৎসর শেষে পরবর্তী ভগ্ন বৎসরে ত্রৈমাসিক মুনাফা গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহাও কর্তন করিয়া রাখা হইবে।

১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০১/১২/২০০৫খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/২৭৯ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) (২) (৩) এ মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২৯/০৬/২০১০খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/১৬১ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ- ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) (২) (৩) এ মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৩। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের১৬/০৮/২০১১খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/১৬৬ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ - ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) (২) (৩) এ মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৪। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের২৩/০২/২০১২খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-অম/অসবি/সঞ্চয়/এস-০৩/৯৭(অংশ)/৫৩ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ - ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) (২) (৩) এ মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৫। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের তারিখঃ ২৩ মে ২০১৫/ ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২২.০০৩.৯৭ (অংশ)/১৪৫ এর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ - ১০ এর উপানুচ্ছেদ (১) (২) (৩) এ মুনাফার হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

১১। **সঞ্চয়পত্রের হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রেঃ**

(1) সঞ্চয়পত্র হারাইয়া গেলে, চুরি হইয়া গেলে কিংবা পুড়িয়া অথবা নষ্ট হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ইস্যু অফিস কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে উহার পরিবর্তে ''ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র'' ইস্যু করা হইবে।

(2) সঞ্চয়পত্র হারানো, চুরি হওয়া, পুড়িয়া কিংবা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তৎসম্পর্কিত থানায় প্রদত্ত এজাহার (জি,ডি,এন্ট্রি) এর কপি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হারানো বিজ্ঞপ্তির কপিসহ, ''ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র'' ইস্যুর জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। এই দরখাস্তের জন্য কোন ফি দিতে হইবে না। সঞ্চয়পত্র হারানোর বিষয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এর প্রদত্ত একটি এফিডেভিটও আবেদন পত্রের সংগে জমা দিতে হইবে।

(3) আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র গৃহীত হওয়ার এক মাস পর ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হইবে। মূল সঞ্চয়পত্রের ইস্যুর তারিখ হইবে।

১২। **অন্যান্য শর্তাবলীঃ**

(1) 'পেনশনার সঞ্চয়পত্র' ব্যাংক ঋণের জন্য জামানত/আমানত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(2) ব্যবসা-বাণিজ্যে পেনশনের সঞ্চয়পত্র জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। **অসুবিধা দূরীকরণঃ** এই নীতিমালায় নাই এমন কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ''Sancahyapatra Rules, 1977, First Amendment, 2002" প্রয়োজনীয় অভিযোজসহ প্রযোজ্য হইবে।